২০১৮

বাংলা – সাম্মানিক

দ্বিতীয় পত্র

পূর্ণমান – ১০০

॥ প্রান্তিক সংখ্যা গুলি পূর্ণমান নির্দেশক ॥

॥ উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয় ॥

(উত্তরের মধ্যে সংখ্যা নতুন পাঠক্রম অনুসারে মান্য করতে হবে।)

১। (ক) মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য গুলি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর। ১০

অথবা

(খ) মুক্তক ছন্দ কী? এই ছন্দের গঠন রীতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর ৪+৬

অথবা

(গ) সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহ পরিচয় দাও (যেকোন দুটি) ৫+৫

দল, মাত্রা, পর্ব, যতি লয়।

২। যেকোনো দুটি অংশের ছন্দলিপি প্রণয়ন কর : ৫+৫

(মাত্রা, পর্ব, পদ, লয়, রীতি উল্লেখ কর প্রয়োজনমূলক)

(ক)

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত হেথা কাহার নয়ন।

(খ)

রজা যখন বন মাঝে
রজ্য দেবেন কাকে?
দুই দেবেই তাঁকি জানায়
আমাকে আমাকে।

(গ)

জাগাও মানুষের প্রাণে প্রাণে
ধ্বনিয়া শূন্যের আজান গান।
ধ্বংস করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সম্মুখ পথে পথ।

(ঘ)

হায় চিল সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে হীনপিঠি নদীটির পাশে
তোমার কান্নার সুরে ঢেউয়ের জলের মত আর ম্লান হোয়ো মনে আসে
পৃথিবীর রক্তা রজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে।

(ঙ)

হরিদত্তের ছেলে হই জয় দত্তের নাতি।
যাতে লয়্যা তোমাইর বীরের ঘোড়া হাতি॥
তবে সুমাশিত হবে গুজরাট ধরি।
পুনঃকর হবেই মারুম বেটিরে ফুল্লরা॥

৩। (ক) উৎপ্রেক্ষা কাকে বলে? এই অলংকার কয় প্রকার? প্রতিটি ভাগের উদাহরণ সহ আলোচনা কর। ৩+২+১০

অথবা

(খ) যেকোনো তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহ আলোচনা কর: ৫x৩

শ্লেষ, কাব্যোৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি।

৪। যেকোনো দুটি অংশের অলংকার নির্ণয় কর: ৫x২

(ক) একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু।

(খ) যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন।

(গ) আমাদের জীবনের নদী
মৃত্যুর সাগরে মিশিয়াছে।

(ঘ) মৃত্যুপুরীর যেখায় মানুষ সে মাটি সোনার বড়।

(ঙ) ব্যক্তি ভুলে যায় দলে মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে।

৫।
(ক) পুঠরাগ কাকে বলে? পুঠরাগের তত্ত্বগত পরিচয় নির্ণয় কর? পাঠ্যপদ আলোচনার মাধ্যমে এই পাঠের শ্রেষ্ঠ কবির কবি কৃতিত্ব নির্ণয় কর। ২+৩+৭

অথবা

(খ) বৈষ্ণব সাহিত্যে মুখ্যরস কয় প্রকার ও কী কী? প্রতিটি রসের উদাহরণ সহ আলোচনা কর। ২+১০

৬।
(ক) "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর" — কার লেখা? কোন পাঠের পদ? কাব্যসৌন্দর্য ব্যাখ্যা কর। ১+১+২

অথবা

(খ) "মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।" — পদকর্তার নাম উল্লেখ করে কাব্য সৌন্দর্য ব্যাখ্যা কর। ১+৩

৭। (ক) "কবি মুকুন্দের প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও সমদৃষ্টি ছিল।" — 'চণ্ডী মঙ্গল' কাব্যের ফুল্লরা ও কালকেতুর আখ্যান নির্মাণে কবির ঔপন্যাসিক দৃষ্টির পরিচয় দাও। ১৪

অথবা

(খ) সুন্দরী শীল চরিত্র নির্মাণে কবি মুকুন্দের কৃতিত্বের পরিচয় দাও। ১৪

৮।

(ক) "দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।" — কার উক্তি? কোন অংশ থেকে নেওয়া? এর অর্থ বুঝিয়ে দাও। ১+১+২

অথবা

(খ) "কবিতে জানিস যৌ কপট প্রবন্ধ।
হৃদয়ে পূজিতে চিহ্ন মুখে মকরন্দ॥" — কে, কাকে কথা গুলি বলেছে? কথাগুলির মাধ্যমে বক্তার চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে ওঠে। ২+২

৯।

(ক) ভক্তের আকুতি পর্যায়ে কবি রামপ্রসাদ সেনের কৃতিত্ব পাঠ্যপদ অবলম্বনে আলোচনা কর। ১২

অথবা

(খ) মাতৃরূপা অন্নপূর্ণাদেবীকে উপাস্য করে বিভাগ দগ্ধ সন্তানের হৃদয়কুটির বৈচিত্র্য ও গভীরতা শাক্ত কবিদের গানে কীভাবে কতখানি অভিনবত্ব পেয়েছে — আলোচনা কর। ১২

১০। (ক) "যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'লে" — কোন পর্যায়ের পদ? কবি কে? আলংকারিক সৌন্দর্য ব্যাখ্যা কর। ১+১+২

অথবা

(খ) "কামিনী করিল বিধি তেঁই হে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।"
কবি ও পর্যায় উল্লেখ কর। কে কার কাছে এই খেদ প্রকাশ করেছেন? ২+২

ক্রমিক ..... সংখ্যা .....

১১। নিম্নলিখিত কপিটি দেখে প্রুফকপিটি সংশোধন করো (যে-কোনো ।মূল কপি ও সংশোধিত প্রুফকপিটি ক্রমিক সংখ্যাসহ মূল উত্তরপত্রে যুক্ত করে দাও। ৫

পাণ্ডুলিপি বা মূল কপি

সভ্যজাতির সঙ্গে অসভ্য বা বর্বর জাতির মধ্যে মূল পার্থক্য তাদের চেতনা তথা অনুভবে। সভ্য জাতি পশুদের মত কেবলমাত্র জৈব প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যেই নিজেদের জীবনের সার্থকতাকে খোঁজেন না। মানসিক, বৌদ্ধিক ক্রমোন্নতিই তাদের জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করে। তাদের কাজে বিশেষ গুরুত্ব পায় চেতনার উদ্বোধন। দেহের ঊর্ধ্বে গুরুত্ব পায় মন ও হৃদয়। কিন্তু মন বা হৃদয়ের এই গুরুত্ব বর্বর জাতিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। বর্বর জাতি মনের বিষয়কে উপভোগ করার কৌশল জানে না। মননের বিকাশ-চর্যার মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করা বর্বরদের আয়ত্তাধীন নয়।

প্রুফ কপি

অসভ্য জাতির সঙ্গে সব্য বা ববর জাতীর মধ্যে মুল পার্থক্য তাদের চেতনা তথা অনুবব। সভ্য জাতি পশুর মতো কেবল মাত্র জেব প্রবৃতির চরিতার্থতার মধ্যেইনিজেদের জীবনের সার্থকতা খোঁজেন না।

মানসিক বুদ্ধিক ক্রমন্নতিই তাঁদের যৌ বনের লক্ষ্য বলে মনে করেন। তাদের কাজে বিশেষ গুরুত্ব পায় চেতনার উদ্‌বোধন। দেহের উর্ধে গুরুত্ব পায় মন-হৃদয়। কিন্তু মন ও হৃদয়ের এই গুরুত্ব জাতিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বর্বর জাতি মননের বিষয়কে উপভোগ করার কৌশল জানেনা। মননের বিকাশ চর্যার মধ্য দিয়ে আন্দন-উপভগ করা বর্বরদের আয়ত্তধিন নয়।